নেহেমিয়া

নেহেমিয়ার প্রার্থনা

১হাখালিয়ার সন্তান নেহেমিয়ার কথা। বিংশ বর্ষে কিস্‌লেভ মাসে আমি যখন সুসা রাজপুরীতে
ছিলাম, তখন এমনটি ঘটল যে, ২ যুদা থেকে আসা অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হানানি নামে
আমার ভাইদের একজন আমার কাছে এল; আমি তাদের কাছে সেই ইহুদীদের কথা জিজ্ঞাসা
করলাম, যারা নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে গেছিল; যেরুসালেম সম্বন্ধেও তাদের
জিজ্ঞাসা করলাম। ৩ তারা উত্তরে আমাকে বলল, 'যারা নির্বাসন থেকে বেঁচেছে, তারা সেখানে,
সেই প্রদেশেই আছে; তারা দারুণ দুরবস্থা ও গ্লানির মধ্যে রয়েছে; যেরুসালেমের প্রাচীর এখনও
সেই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, নগরদ্বারগুলোও আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।' ৪ একথা শুনে
আমি বসে রইলাম; উপবাস করে ও স্বর্গেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বেশ কিছু দিন ধরে
শোকপালন করলাম। ৫ আমি বললাম, 'হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যারা
তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা
করে থাক। ৬ এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক,
তোমার চোখ উন্মীলিত হোক। আমি এখন তোমার দাস সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য দিনরাত
তোমার সামনে প্রার্থনা করছি। আমি তো ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সকল পাপ স্বীকার করছি, যা
আমরা তোমার বিরুদ্ধে করেছি; আমি ও আমার পিতৃকুলও পাপ করেছি। ৭ আমরা তোমার প্রতি
যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছি, এবং তুমি তোমার দাস মোশীকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি
দিয়েছিলে, তা আমরা পালন করিনি। ৮ বিনয় করি, তুমি তোমার দাস মোশীর হাতে যে বাণী তুলে
দিয়েছিলে, তা স্মরণ কর; তুমি বলেছিলে, "তোমরা অবিশ্বস্ত হলে আমি জাতিগুলির মধ্যে
তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব। ৯ কিন্তু যদি তোমরা আমার কাছে ফের এবং আমার আজ্ঞাগুলি পালন
করে সেইমত ব্যবহার কর, তবে তোমাদের নির্বাসিতজনেরা আকাশের প্রান্তভাগে থাকলেও আমি
সেখান থেকে তাদের জড় করে সেই স্থানেই ফিরিয়ে আনব, যে স্থান আমার নামের আবাসরূপে
বেছে নিয়েছি।" ১০ এরা তো তোমার আপন দাস ও তোমার আপন জনগণ, তোমার মহাপরাক্রম
দেখিয়ে ও শক্তিশালী বাহুতে যাদের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ। ১১ প্রভু, দোহাই তোমার,
তোমার এই দাসের প্রার্থনা, এবং যারা তোমার নাম ভয় করতে প্রীত, তোমার সেই দাসদের
প্রার্থনাও কান পেতে শোন; দোহাই তোমার, আজ তোমার এই দাসকে সাফল্যমণ্ডিত কর, এবং
তাকে এই ব্যক্তির করুণার পাত্র কর।' সেসময় আমি রাজার পাত্রবাহক ছিলাম।

নেহেমিয়ার যেরুসালেম যাত্রা

২ আর্তাক্সারক্সিস রাজার শাসনকালের বিংশ বর্ষে, নিসান মাসে, যখন আঙুররস পরিবেশনের
ভার আমার হাতে ছিল, তখন আমি আঙুররসের পাত্র নিয়ে রাজার সামনে এগিয়ে দিলাম। এর
আগে আমি রাজার সামনে কখনও বিষণ্ন মুখে দাঁড়াইনি। ২ তাই রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'তোমার চেহারা এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? তুমি তো অসুস্থ নও! মনের জ্বালা ছাড়া এ অন্য কিছু
হতে পারে না।' তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ৩ রাজাকে বললাম, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! তবু
যে নগরীতে আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির রয়েছে, তা যখন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে ও

তার সমস্ত তোরণদ্বার আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে, তখন আমার মুখ বিষণ্ণ হবে না কেন?' ৪
রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যাচ্‌না কী?' স্বর্গেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ৫ আমি
রাজাকে এই উত্তর দিলাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, এবং আপনার দাস যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে যুদায়, আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরের নগরীতেই প্রেরণ করুন, যেন আমি তা পুনর্নির্মাণ করতে পারি।' ৬ তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁর
পাশে বসে ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেমন যাত্রার জন্য তোমার কত দিন লাগবে? তুমি কবে ফিরে আসবে?' আমি তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা ইঙ্গিত করলে রাজা প্রীত হয়ে আমাকে যেতে দিলেন।

৭ পরে আমি রাজাকে বললাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, তবে [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের জন্য আমাকে পত্র দেওয়া হোক, তাঁরা যেন আমাকে তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে
যেতে ও যুদায় প্রবেশ করতে দেন; ৮ তাছাড়া রাজ-অরণ্যের সংরক্ষক সেই আসাফের জন্যও
আমাকে পত্র দেওয়া হোক, যেন মন্দির-সংলগ্ন দুর্গদ্বারগুলি, নগরপ্রাচীর ও আমার নিজের আবাস তৈরি করার জন্য তিনি আমার জন্য কাঠ সরবরাহ করেন।' আমার উপরে আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত ছিল বিধায় রাজা আমাকে সেই সমস্ত পত্র দিলেন।

৯ আমি [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে রাজার পত্র তাঁদের দিলাম। রাজা আমার সঙ্গে সৈন্যদলের কয়েকজন অধিপতিকে ও অশ্বারোহীদেরও
পাঠিয়েছিলেন। ১০ কিন্তু যখন হোরোনীয় সান্‌বাল্লাট ও আম্মোনীয় দাস তোবিয়াস আমার আসার খবর পেল, তখন এতেই যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মঙ্গলার্থে একজন লোক এসেছে।

১১ তাই আমি যেরুসালেমে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তিন দিন থাকবার পর ১২ আমি রাতে উঠে
আরও কিছুটা লোক সঙ্গে নিলাম—কিন্তু যেরুসালেমের জন্য যা করতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি। যে বাহনের পিঠে চড়ছিলাম, সেটা ছাড়া আমি আর
কোন বাহন নিইনি, ১৩ আর এইভাবে রাতের অন্ধকারের আড়ালে উপত্যকা-দ্বার দিয়ে বাইরে গিয়ে
আমি নাগ-ঝরনার দিকে সার-দ্বার পর্যন্ত গেলাম, এবং সেই সব জায়গা পরিদর্শন করলাম যেখানে যেরুসালেম প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল ও তার নানা তোরণদ্বার আগুনে পোড়া ছিল। ১৪ আমি
ঝরনাদ্বার ও রাজ-দিঘি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, কিন্তু যার মধ্য দিয়ে আমার বাহন পশু যেতে
পারত, এমন জায়গা ছিল না। ১৫ তাই রাতের অন্ধকারে আমি প্রাচীর পরিদর্শন করতে করতে
উপত্যকার ধার ঘেষে উপরের দিকে গিয়ে আবার উপত্যকা-দ্বার দিয়ে ঢুকে ঘরে ফিরে এলাম; ১৬
কিন্তু আমি যে কোথায় কোথায় গেলাম, কি কি করলাম, এবিষয়ে বিচারকেরা কিছুই জানল না; এতক্ষণে আমি ইহুদীদের বা যাজকদের বা অমাত্যদের বা অধ্যক্ষদের বা অন্য কর্মচারীদের কাউকেই সেবিষয়ে কথা বলিনি।

১৭ পরে আমি তাদের বললাম, 'আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; যেরুসালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে। এসো,
আমরা যেরুসালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!' ১৮ আমার
পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত কেমন করে আমার উপরে ছিল, এবং আমার প্রতি রাজা যে কী কথা বলেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাদের জানালাম। আর তারা বলল, 'চল, আমরা নির্মাণকাজ শুরু

করে দিই!’ এইভাবে তারা সাহসের সঙ্গে সেই উত্তম কর্মে হাত দিল।
১৯ কিন্তু হোরোনীয় সান্‌বাল্লাট, আম্মোনীয় দাস তোবিয়াস ও আরবীয় গেশেম একথা শুনে
আমাদের বিদ্রূপ করল; আমাদের অবজ্ঞা করে বলল, ‘তোমরা এ কি কাজ করতে যাচ্ছ? তোমরা
কি রাজদ্রোহ করবে?’ ২০ তখন আমি তাদের এই উত্তর দিলাম, ‘স্বর্গেশ্বর যিনি, তিনিই আমাদের
সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব; যেরুসালেমে তোমাদের কোন
অংশ বা অধিকার বা স্মৃতিচিহ্নও নেই।’

যেরুসালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ

৩ তখন এলিয়াসিব মহাযাজক ও তাঁর ভাই যাজকেরা মেষদ্বার গাঁথতে লাগলেন; তাঁরা দ্বার
পবিত্রীকৃত করলেন ও তার কবাট বসালেন; পরে মেয়া-দুর্গ থেকে হানানেল-দুর্গ পর্যন্ত
প্রাচীর-নির্মাণকাজ চালিয়ে প্রাচীরটা পবিত্রীকৃত করলেন। ২ তাঁর পাশে পাশে যেরিখোর লোকেরা
গাঁথছিল, আর এদের পাশে পাশে ইম্রির সন্তান জাক্কুর গাঁথছিল। ৩ শেনায়ার সন্তানেরা মৎস্যদ্বার
গাঁথল: তার কাঠামোটা তৈরি করে তার কবাট বসাল এবং খিল ও অর্গল দিল। ৪ তাদের পাশে
হাক্কোসের পৌত্র উরিয়ার সন্তান মেরেমোৎ মেরামত করছিল; পাশে মেসেজাবেলের পৌত্র
বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লাম মেরামত করছিল। তাদের পাশে বানার সন্তান সাদোক মেরামত
করছিল। ৫ তাদের পাশে তেকোয়ীয়েরা মেরামত করছিল, কিন্তু তাদের জননেতারা তাদের
মনিবদের কাজে ঘাড় দিল না! ৬ পাসেয়াহ্‌র সন্তান যোইয়াদা ও বেসোদিয়ার সন্তান মেশুল্লাম
পুরাতন দ্বার মেরামত করল; তারা তার কাঠামোটা তৈরি করে তার কবাট বসাল এবং খিল ও
অর্গল দিল। ৭ তাদের পাশে গিবেয়োনীয় মেলাটিয়া ও মেরোনোথীয় যাদোন এবং গিবেয়োন ও
মিস্পার লোকেরা মেরামত করছিল, এরা [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপালের অধীন হয়ে
কাজ করছিল। ৮ তাদের পাশে স্বর্ণকারদের মধ্যে হারাইয়ার সন্তান উজ্জিয়েল মেরামত করছিল;
তার পাশে সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকদের মধ্যে হানানিয়া মেরামত করছিল, তারা চওড়া প্রাচীরে না
আসা পর্যন্ত যেরুসালেম ছাড়ল না। ৯ তাদের পাশে যেরুসালেম প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই
রেফাইয়া মেরামত করছিলেন, তিনি হুরের সন্তান। ১০ তাদের পাশে হারুমাফের সন্তান যেদাইয়া
নিজের বাড়ির সামনে মেরামত করছিল; তার পাশে হাস্‌বানিয়ার সন্তান হাটুশ মেরামত করছিল।
১১ হারিমের সন্তান মাল্কিয়া ও পাহাৎ-মোয়াবের সন্তান হাসুব অন্য এক ভাগ ও তন্দুর-দুর্গ মেরামত
করছিল। ১২ তার পাশে যেরুসালেম প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই শাল্লুম—যিনি হালোহেসের
সন্তান—ও তাঁর মেয়েরা মেরামত করছিলেন। ১৩ হানুন ও জানোয়াহ্‌-নিবাসীরা উপত্যকা-দ্বার
মেরামত করল: তারা নতুন গাঁথনি দিল, তার কবাট বসাল এবং খিল ও অর্গল দিল; তাছাড়া
সার-দ্বার পর্যন্ত প্রাচীরের এক হাজার হাত মেরামত করল। ১৪ বেথ্‌-হেরেম প্রদেশের প্রধান সেই
মাল্কিয়া সার-দ্বার মেরামত করলেন, তিনি রেখাবের সন্তান: তিনি নতুন গাঁথনি দিলেন, তার
কবাট বসালেন এবং খিল ও অর্গল দিলেন। ১৫ মিস্পা প্রদেশের প্রধান সেই শাল্লুন ঝরনাদ্বার
মেরামত করলেন, তিনি কোল্‌-হোজের সন্তান: তিনি তা গাঁথলেন, তার ছাদ দিলেন, তার কবাট
বসালেন এবং খিল ও অর্গল দিলেন; যে সিঁড়ি দাউদ-নগরী থেকে নামে, সেই পর্যন্ত রাজার
উদ্যানের সামনের পুকুরের প্রাচীর তিনি মেরামত করলেন।
১৬ তাঁর পরপরে বেথ-সুর প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই নেহেমিয়া—তিনি আজ্‌বুকের সন্তান
—দাউদের সমাধিমন্দিরের সামনে পর্যন্ত, খনন-করা পুকুর পর্যন্ত ও বীরপুরুষদের বাড়ি পর্যন্ত

মেরামত করলেন। ১৭ তাঁর পরপরে লেবীয়েরা, বিশেষভাবে বানির সন্তান রেহুম মেরামত
করছিল; তার পাশে কেইলা প্রদেশের অর্ধভাগের প্রধান সেই হাসাবিয়া তাঁর নিজের প্রদেশের
পক্ষে মেরামত করছিলেন। ১৮ তাঁর পরপরে তাদের ভাইয়েরা অর্থাৎ কেইলা প্রদেশের অপর
অর্ধভাগের প্রধান সেই বিন্নুই মেরামত করছিলেন, তিনি হেনাদাদের সন্তান। ১৯ তাঁর পাশে মিস্পার
প্রধান সেই এজের—তিনি যেশুয়ার সন্তান—অস্ত্রাগারের দিকে আরোহণ-পথের উল্টো দিকে,
বাঁকেই, প্রাচীরের আর এক ভাগ মেরামত করছিলেন। ২০ তাঁর পরপরে জাব্বাইয়ের সন্তান বারুক
মন দিয়ে বাঁক থেকে মহাযাজক এলিয়াসিবের বাড়ির দরজা পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত
করছিল। ২১ তার পরপরে হাক্কোসের পৌত্র উরিয়ার সন্তান মেরেমোৎ এলিয়াসিবের বাড়ির দরজা
থেকে এলিয়াসিবের বাড়ির প্রান্ত পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করছিল। ২২ তার পরপরে
আশেপাশে-নিবাসী যাজকেরা মেরামত করছিল। ২৩ তাদের পরপরে বেঞ্জামিন ও আসুব তাদের
নিজেদের বাড়ির সামনে মেরামত করছিল। তাদের পরপরে আনানিয়ার পৌত্র মাসেইয়ার সন্তান
আজারিয়া তার নিজের বাড়ির পাশে মেরামত করছিল। ২৪ তার পরপরে হেনাদাদের সন্তান বিন্নুই
আজারিয়ার বাড়ি থেকে বাঁক ও কোণ পর্যন্ত আর এক ভাগ মেরামত করল। ২৫ উজাইয়ের সন্তান
পালাল বাঁকের সামনে, এবং কারাগারের প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের উপরতলা থেকে
বহির্বর্তী দুর্গের সামনে মেরামত করল; তার পরপরে পারোশের সন্তান পেদাইয়া ২৬ (তারা
ওফেলে-নিবাসী নিবেদিত) পুবদিকে সলিলদ্বারের সামনে পর্যন্ত ও বহির্বর্তী দুর্গের উল্টো দিকে
মেরামত করছিল। ২৭ তাদের পরপরে তেকোয়ীয়েরা মহাদুর্গ থেকে ওফেলের প্রাচীর পর্যন্ত আর
এক ভাগ মেরামত করল। ২৮ যাজকেরা অশ্বদ্বারের উপরের দিকে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির
সামনে মেরামত করছিল। ২৯ তাদের পরপরে ইম্মেরের সন্তান সাদোক তার নিজের বাড়ির সামনে
মেরামত করছিল, ও তার পরপরে পুবদ্বারের দ্বারপাল শেমাইয়া মেরামত করছিলেন, তিনি
শেখানিয়ার সন্তান। ৩০ তাঁর পরপরে শেলেমিয়ার সন্তান হানানিয়া ও জালাফের ষষ্ঠ সন্তান হানুন
আর এক ভাগ মেরামত করল। তার পরপরে বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লাম তার নিজের কামরার
সামনে মেরামত করছিল। ৩১ তার পরপরে মাল্কিয়া নামে স্বর্ণকারদের একজন নিবেদিতদের ও
বণিকদের বাড়ি পর্যন্ত, এবং কোণের উপরতলা পর্যন্ত মিফ্‌কাদ দ্বারের সামনে মেরামত করছিল।
৩২ কোণের উপরতলা ও মেষদ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা মেরামত করছিল।

শত্রুদের প্রতিরোধ

৩৩ সান্‌বাল্লাট যখন শুনতে পেল, আমরা নগরপ্রাচীর গেঁথে তুলছি, তখন সে ক্রুদ্ধ ও খুবই ক্ষুব্ধ
হয়ে উঠল; সে ইহুদীদের বিদ্রূপ করতে লাগল, ৩৪ এবং তার ভাইদের ও সামারীয় সৈন্যদের
সামনে বলল, 'এই মরা ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে? এরা কি পিছটান দেবে? এরা কি যজ্ঞবলি
উৎসর্গ করবে? এরা এক দিনেই কি সব কাজ সেরে ফেলতে যাচ্ছে? ধুলামাটির স্তূপের নিচে পড়ে
রয়েছে ও আগুনে পোড়া হয়েছে, এমন পাথরের মধ্যে এরা কি নতুন প্রাণ জাগাতে চাচ্ছে?' ৩৫
আম্মোনীয় তোবিয়াস সেসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সেও বলল, 'ওরা গাঁথতে চাচ্ছে গাঁথুক!
তার উপরে একটা শিয়াল লাফ দিলেই ওদের সেই পাথরের প্রাচীর খসে পড়বে।'

৩৬ হে আমাদের পরমেশ্বর, শোন, আমাদের কেমন তুচ্ছ করা হচ্ছে! ওদের টিটকারি ওদেরই
মাথায় নেমে পড়ুক! লুটের মালের মতই বন্দিদশার এক দেশে ওদের পাঠাও! ৩৭ ওদের শঠতা
ক্ষমা করো না, ওদের পাপ তোমার সম্মুখ থেকে কখনও মুছে না যাক, কারণ ওরা গাঁথকদের

অপমান করেছে!
৩৮ অপরদিকে আমরা প্রাচীর গাঁথতে থাকলাম; প্রাচীরটা সব জায়গায় তার অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত
গাঁথা হল; লোকদের হৃদয় এই কাজে নিবিষ্ট ছিল।
৪কিন্তু সান্‌বাল্লাট ও তোবিয়াস এবং আরবীয়েরা, আম্মোনীয়েরা ও আস্‌দোদীয়েরা যখন শুনতে
পেল, যেরুসালেম প্রাচীরের মেরামত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে ও তার যত ফাঁক ভরাট হতে যাচ্ছে,
তখন তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ হল; ২ তারা সকলে মিলে চক্রান্ত করল, তারা এসে যেরুসালেম
আক্রমণ করবে ও আমার সমস্ত পরিকল্পনা উল্টোপাল্টো করে দেবে। ৩ কিন্তু আমরা আমাদের
পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দিনরাত প্রহরী
মোতায়েন রাখলাম। ৪ যুদার লোকেরা বলল, 'ভারবাহকদের শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, ধুলামাটির
স্তূপ এতই বিরাট যে, আমরা একা প্রাচীর গাঁথতে পারব না।' ৫ আর আমাদের বিপক্ষেরা বলত,
'আমরা ওদের মধ্যে এসে পড়া পর্যন্ত ওরা কিছুই জানবে না, দেখবেও না কিছু; তখন আমরা
ওদের বধ করব ও ওদের কাজ বন্ধ করে দেব।'
৬ যে ইহুদীরা তাদের কাছাকাছি স্থানে বাস করত, তারা দশ দশবারই এসে আমাদের বলল,
'তারা তাদের যত বাসস্থান থেকে আমাদের আক্রমণ করবে;' ৭ তাই আমি প্রাচীরের পিছনের
দিকে সমস্ত খোলা জায়গায় লোক মোতায়েন রাখলাম, প্রতিটি গোত্র অনুসারেই খড়্গ, বর্শা ও
ধনুক-সজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলাম। ৮ ব্যাপারটা বিচার-বিবেচনা করার পর আমি উঠে
অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'ওদের ভয় পেয়ো না! মহান ও
ভয়ঙ্কর প্রভুর কথা মনে রেখ; এবং নিজ নিজ ভাইদের, ছেলেমেয়েদের, বধূদের ও বাড়ির জন্য
যুদ্ধ কর!'
৯ যখন আমাদের শত্রুরা শুনতে পেল যে, আমরা ব্যাপারটা অবগত হয়েছি এবং পরমেশ্বর
তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে যে যার কাজে ফিরে গেলাম। ১০
সেদিন থেকে আমার কর্মীদের অর্ধেক লোক কাজ করত, অপর অর্ধেক লোক বর্শা, ঢাল, ধনুক ও
বর্মা ধরে প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যস্ত সমগ্র যুদাকুলের রক্ষায় দাঁড়াত। ১১ ভারবাহকেরাও অস্ত্রসজ্জিত
ছিল, এক হাত দিয়ে কাজ করত, অন্য হাতে অস্ত্র ধরে থাকত; ১২ গাঁথকেরা প্রত্যেকে কটিদেশে
খড়্গ বেঁধে কাজ করত, আমার পাশে তুরিবাদক দাঁড়িয়ে ছিল। ১৩ আমি অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের
ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'কাজটা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু আমরা প্রাচীরের উপরে
ছড়িয়ে আছি; একজন থেকে অন্যজন বেশ দূরে আছি; ১৪ সুতরাং তোমরা যেখান থেকে
তুরিনিনাদ শুনবে, সেখান থেকে আমাদের কাছে ছুটে এসে জড় হবে; আমাদের পরমেশ্বর
আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন!'
১৫ এইভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেলাম, এবং উষার উদয় থেকে তারাদর্শন কাল
পর্যন্ত আমার অর্ধেক লোক বর্শা ধরে থাকত। ১৬ সেসময়ও আমি লোকদের বললাম, 'প্রত্যেক
পুরুষলোক যেন তার নিজের সহকারীর সঙ্গে যেরুসালেমের মধ্যেই রাত কাটায়; তারা রাতের
বেলায় আমাদের সঙ্গে প্রহরা দেবে ও দিনের বেলায় কাজ করবে। ১৭ তাই আমি, আমার
ভাইয়েরা, আমার সহকর্মী ও আমার দেহ-রক্ষকেরা কেউই কখনও জামাকাপড় খুললাম না,
প্রত্যেকে ডান হাতে নিজ নিজ অস্ত্র ধরে রাখছিলাম।

সামাজিক অন্যায্যতার সম্মুখীন নেহেমিয়া

৫ একসময় নিজেদের ইহুদী ভাইদের বিরুদ্ধে জনগণের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে মহা চিৎকার
উঠল। ২ কেউ কেউ বলছিল, ‘কিছুটা খেয়ে নিজেদের বাঁচাব, এমন পরিমাণ গম পাবার জন্য
আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!’ ৩ আরও কেউ কেউ বলছিল,
‘অভাবের কারণে গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের জমা-জমি, আঙুরখেত ও বাড়ি-ঘর
বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!’ ৪ আবার অন্য কেউ বলছিল, ‘রাজস্বের জন্য আমরা নিজেদের জমা-জমি
ও আঙুরখেত বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছি। ৫ কিন্তু আমাদের মাংস আমাদের ভাইদের মাংসের
সমান! আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সমান! অথচ অবস্থা এমন হয়েছে যে,
আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই দাসত্বের অধীনে রাখতে হচ্ছে, এমনকি আমাদের মেয়েদের
মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাসীর অবস্থায় পড়েছে! না, আমাদের পক্ষে কোন কূলকিনারা নেই, কারণ
আমাদের জমা-জমি ও আঙুরখেত পরের হাতেই রয়েছে।’

৬ তাদের হাহাকার ও সমস্ত কথা শুনে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হলাম। ৭ এবিষয়ে মনে মনে
বিচার-বিবেচনা করার পর আমি এই বলে অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের কঠোর ভর্ৎসনা করলাম,
‘তবে তোমরা প্রত্যেকজন কি নিজ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করছ?’ তাদের বিরুদ্ধে
বিপুল জনসমাবেশ আহ্বান করে ৮ তাদের বললাম, ‘বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী
ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি; আর
এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের
বিক্রি করবে?’ তখন তারা চুপ করে থাকল, কিছুই উত্তর দিতে পারছিল না। ৯ আমি বলে চললাম,
‘তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! আমাদের শত্রু সেই বিজাতীয়দের টিটকারি এড়াবার জন্য
তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না? ১০ আমি ও আমার কর্মচারীরা,
আমরাও ওদের কাছে টাকা ও গম ধার দিয়েছি; তবে এসো, তেমন ঋণ মাপ করে দিই। ১১
তোমরা ওদের জমা-জমি, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও বাড়ি-ঘর আজই ওদের ফিরিয়ে দাও,
এবং গম, আঙুররস ও তেলের জন্য যে টাকা তোমরা ঋণ দিয়েছ, তার একটা অংশও ওদের
ফিরিয়ে দাও।’ ১২ তারা উত্তরে বলল, ‘আমরা তা ফিরিয়ে দেব, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই
আদায় করব না; আপনি যেমন বলেছেন, সেইমত করব।’ তখন আমি যাজকদের ডাকলাম, এবং
তাদের উপস্থিতিতে তাদের শপথ করালাম যে, তারা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে। ১৩ পরে আমার
চাদরের অগ্রপ্রান্ত ঝেড়ে আমি বললাম, ‘যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে না, পরমেশ্বর তার ঘর
ও শ্রমের ফল থেকে তাকে এইভাবে ঝেড়ে ফেলুন, এইভাবে সে ঝাড়া ও শূন্য হোক!’ গোটা
জনসমাবেশ বলল, ‘আমেন!’ এবং প্রভুর প্রশংসাবাদ করল। লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে নিল।

১৪ তাছাড়া আমি যে সময়ে যুদা অঞ্চলে তাদের প্রদেশপাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম, সেসময়
থেকে—অর্থাৎ আর্তাক্সারক্সিস রাজার বিংশ বর্ষ থেকে দ্বাত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত—এই বারো বছর আমি
ও আমার ভাইয়েরা প্রদেশপালের বৃত্তি ভোগ করিনি। ১৫ আমার আগে যে সকল প্রদেশপাল
ছিলেন, তাঁরা লোকদের মাথায় ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন; তাদের কাছ থেকে নগদ চল্লিশ
রুপোর টাকা ছাড়া খাদ্য ও আঙুররসও নিতেন, এমনকি তাঁদের চাকরেরাও লোকদের অত্যাচার
করত; আমি কিন্তু তেমনটি করিনি, কারণ পরমেশ্বরকে ভয় করতাম। ১৬ বরং আমি এই প্রাচীর
নির্মাণকাজে হাত দিলাম; আমরা কোন জমা-জমি কিনলাম না, এবং আমার সকল কর্মচারীও

সেই কাজে যোগ দিল। ১৭ নিকটবর্তী দেশ থেকে যারা আমাদের কাছে আসত, তারা ছাড়া ইহুদী ও
বিচারক একশ' পঞ্চাশজনই আমার মেজে বসত!
১৮ সেসময় প্রতিদিন এই খাদ্য-সামগ্রী আমার নিজের খরচে প্রস্তুত করা হত: একটা বলদ ও
ছ'টা বাছাই করা মেষ বা ছাগ এবং শিকার করা পাখি; এবং দশ দিন অন্তর সকলের জন্য
অপরিমেয় আঙুররস। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমি প্রদেশপালের বৃত্তি কখনও দাবি করিনি, কারণ
সেই সমস্ত কাজের জন্য লোকদের পক্ষে ভার যথেষ্টই ভারী ছিল।
১৯ পরমেশ্বর আমার, এই লোকদের জন্য আমি যা কিছু করেছি, তা আমার মঙ্গলার্থে স্মরণ কর।

প্রাচীর-নির্মাণকাজের সমাপ্তি

৬সান্‌বাল্লাট, তোবিয়াস, আরবীয় গেশেম ও আমাদের অন্য সকল শত্রু যখন শুনতে পেল যে,
আমি প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেছি, আর কোথাও ফাঁক নেই, (যদিও তখনও নগরদ্বারগুলোর কবাট
বসাইনি), ২ তখন সান্‌বাল্লাট ও গেশেম লোক পাঠিয়ে আমাকে বলল, 'এসো, আমরা ওনো
উপত্যকায় খেফিরিমে দেখা-সাক্ষাৎ করি।' তারা তো আমার অনিষ্টেরই চেষ্টায় ছিল। ৩ কিন্তু
আমি দূত পাঠিয়ে তাদের বললাম, 'আমি বড় একটা কাজে ব্যস্ত আছি বলে আসতে পারি না;
আমি কাজ ছড়ে তোমাদের কাছে যাবার সময়ে কাজ কেন বন্ধ থাকবে?' ৪ তারা চার চারবার
আমার কাছে লোক পাঠিয়ে একই কথা বলল, কিন্তু আমি তাদের একই উত্তর দিলাম।
৫ তখন সান্‌বাল্লাট সেই একই কথা বলতে পঞ্চম বারের মতই আমার কাছে তার চাকরকে
পাঠাল, তার হাতে খোলা একখানা পত্র ছিল; ৬ পত্রে একথা লেখা ছিল: 'জাতিগুলোর মধ্যে এই
জনরব হচ্ছে, এবং গাস্‌মুও এবিষয়ে প্রমাণ দিচ্ছে যে, তুমি ও ইহুদীরা রাজদ্রোহ করার সঙ্কল্প
করছ, আর এইজন্য তুমি প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করছ; এই জনরব অনুসারে তুমি নাকি তাদের রাজা
হতে যাচ্ছ ৭ আর "যুদা দেশে এক রাজা আছেন!" নিজের বিষয়ে যেরুসালেমে একথা প্রচার
করাবার জন্য নবীদেরও নিযুক্ত করেছ। এই জনরব অবশ্যই রাজার কাছে উপস্থিত করা হবে।
সুতরাং এসো, আমরা একত্র হয়ে পরামর্শ করি।' ৮ কিন্তু আমি তাকে বলে পাঠালাম, 'তুমি যে
সকল কথা বলছ, সেই ধরনের কোন কাজ হয়নি; তুমিই বরং মনগড়া কথা বলছ!' ৯ প্রকৃতপক্ষে
তারা সকলে আমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছিল; তারা ভাবছিল, 'তাদের হাত দুর্বল হবে, কাজটা
শেষ হবে না!' এখন কিন্তু তুমিই, ওগো, আমার হাত সবল কর। ১০ পরে আমি মেহেটাবেলের
পৌত্র দেলাইয়ার সন্তান শেমাইয়ার বাড়িতে গেলাম, কেননা সে সেখানে রুদ্ধ ছিল। সে আমাকে
বলল, 'এসো, আমরা পরমেশ্বরের গৃহে, মন্দিরের ভিতরেই, একত্র হই, এবং মন্দিরের দরজাগুলো
বন্ধ করি, কারণ লোকে তোমাকে বধ করতে আসবে, রাতের বেলায়ই তোমাকে বধ করতে
আসবে।' ১১ কিন্তু আমি উত্তরে বললাম, 'আমার মত লোক কি পালাতে পারে? আমার মত
সাধারণ লোক কি প্রাণ বাঁচাবার জন্য মন্দিরেই আশ্রয় নেবে? না, আমি সেখানে প্রবেশ করব না।'
১২ আমি উপলব্ধি করলাম, লোকটা পরমেশ্বর-প্রেরিত নয়, সে আমার বিপক্ষেই বাণী উচ্চারণ
করেছে, কেননা তোবিয়াস ও সান্‌বাল্লাট তাকে উৎকোচ দিয়েছে। ১৩ তাকে উৎকোচ দেওয়া
হয়েছিল, যেন আমি ভয় পেয়ে সেইভাবে কাজ করি ও পাপ করি; হ্যাঁ, যেন তারা আমার দুর্নাম
করার সূত্র পেয়ে আমাকে অপমানের পাত্র করতে পারে।
১৪ পরমেশ্বর আমার, তাদের এই কাজের জন্য তোবিয়াস ও সান্‌বাল্লাটের কথা স্মরণে রেখ;
সেই নোয়াদিয়া নারী-নবী ও অন্য যে নবীরা আমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছিল, তাদের কথাও স্মরণে

রেখ!’
১৫ বাহান্ন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ এলুল মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, প্রাচীর শেষ হল। ১৬ আমাদের
সকল শত্রু যখন কথাটা শুনল, তখন আমাদের চারদিকের জাতিগুলো সকলেই ভীত হল,
নিজেদের চোখে নিজেরাই অবনমিত হল, এবং একথা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, একাজ
আমাদের পরমেশ্বরের সহায়তায়ই হল। ১৭ সেসময় যুদার অমাত্যরা তোবিয়াসের কাছে পত্রের
পর পত্র পাঠাত, আবার তোবিয়াসের কাছ থেকে নিজেরাও পত্র পেত। ১৮ কারণ যুদার মধ্যে
অনেকে তার পক্ষে ছিল, যেহেতু সে আরাহ্‌র সন্তান শেখানিয়ার জামাই ছিল এবং তার ছেলে
যেহোহানান বেরেখিয়ার সন্তান মেশুল্লামের মেয়েকে বিবাহ করেছিল। ১৯ আরও, তারা আমার
উপস্থিতিতে তার সৎকাজের কথা বলত ও আমার কথাও তাকে জানাত। আমাকে ভয় দেখাবার
জন্য তোবিয়াসও আমার কাছে পত্র পাঠাত।

ইস্রায়েলীয়দের লোকগণনা

৭নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করা হলে পর ও আমি দ্বারগুলোর কবাট বসাবার পর, দ্বারপালেরা,
গায়কেরা ও লেবীয়েরা নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হল। ২ আমি আমার ভাই হানানিকে ও দুর্গের
শাসনকর্তা হানানিয়াকে যেরুসালেমের উপরে নিযুক্ত করলাম, কেননা হানানিয়া বিশ্বস্ত লোক
ছিলেন এবং অনেকের চেয়ে পরমেশ্বরকে বেশি ভয় করছিলেন। ৩ আমি তাঁদের বললাম, ‘রোদ
প্রকট না হওয়া পর্যন্ত যেরুসালেমের নগরদ্বারগুলো খোলা হবে না, এবং দ্বারপালেরা নিজ নিজ
স্থানে দাঁড়িয়ে না থাকা পর্যন্ত কবাটগুলো দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকবে। যেরুসালেমের অধিবাসীদের মধ্য
থেকে নেওয়া প্রহরী দল নিযুক্ত হোক, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পালা অনুসারে নিজ নিজ বাড়ির
সামনে থাকুক।’
৪ নগরী প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে লোক অল্প ছিল, আর তখনও বেশি ঘর পুনর্নির্মাণ
করা হয়নি।
৫ আমার পরমেশ্বর আমার অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যার ফলে আমি লোকগণনা করার
জন্য অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণকে একত্রে সম্মিলিত করলাম। যারা বন্দিদশা থেকে প্রথম
ফিরে এসেছিল, আমি তাদের বংশতালিকা-পত্র পেলাম, তার মধ্যে এই কথা লেখা পেলাম:
৬ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্‌নেজার যাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, তাদের মধ্য
থেকে প্রদেশের এই লোকেরা নির্বাসনের বন্দিদশা থেকে যাত্রা করে যেরুসালেমে ও যুদায় যে যার
শহরে ফিরে এল; ৭ এরা জেরুব্বাবেল, যেশুয়া, নেহেমিয়া, আজারিয়া, রায়ামিয়া, নাহামানি,
মোরদেকাই, বিল্‌সান, মিস্পেরেৎ, বিগ্‌বাই, নেহুম ও বানার সঙ্গে ফিরে এল।
ইস্রায়েল জনগণের পুরুষ-সংখ্যা: ৮ পারোশের সন্তান: দু’হাজার একশ’ বাহাত্তরজন; ৯
শেফাটিয়ার সন্তান: তিনশ’ বাহাত্তরজন; ১০ আরাহ্‌র সন্তান: ছ’শো বাহান্নজন; ১১
পাহাৎ-মোয়াবের, অর্থাৎ যেশুয়া ও যোয়াবের সন্তান: দু’হাজার আটশ’ আঠারজন; ১২ এলামের
সন্তান: এক হাজার দু’শো চুয়ান্নজন; ১৩ জাত্তুর সন্তান: আটশ’ পঁয়তাল্লিশজন; ১৪ জাক্কাইয়ের
সন্তান: সাতশ’ ষাটজন; ১৫ বিন্নুইয়ের সন্তান: ছ’শো আটচল্লিশজন; ১৬ বেবাইয়ের সন্তান: ছ’শো
আটাশজন; ১৭ আজ্‌গাদের সন্তান: দু’হাজার তিনশ’ বাইশজন; ১৮ আদোনিকামের সন্তান: ছ’শো
সাতষট্টিজন; ১৯ বিগ্‌বাইয়ের সন্তান: দু’হাজার সাতষট্টিজন; ২০ আদিনের সন্তান: ছ’শো
পঞ্চান্নজন; ২১ আটেরের, অর্থাৎ হেজেকিয়ার সন্তান: আটানব্বইজন; ২২ হাসুমের সন্তান: তিনশ’

আটাশজন; ২৩ বেজাইয়ের সন্তান: তিনশ’ চব্বিশজন; ২৪ হারিফের সন্তান: একশ’ বারোজন; ২৫
গিবেয়োনের সন্তান: পঁচানব্বইজন; ২৬ বেথলেহেমের ও নেটোফার লোক: একশ’ অষ্টাশিজন; ২৭
আনাথোতের লোক: একশ’ আটাশজন; ২৮ বেথ্-আস্‌মাবেতের লোক: বিয়াল্লিশজন; ২৯
কিরিয়াৎ-য়েয়ারিম, কেফিরা ও বেয়েরোতের লোক: সাতশ’ তেতাল্লিশজন; ৩০ রামা ও গেবার
লোক: ছ’শো একুশজন; ৩১ মিক্‌মাসের লোক: একশ’ বাইশজন; ৩২ বেথেল ও আইয়ের লোক:
একশ’ তেইশজন; ৩৩ অন্য নেবোর লোক: বাহান্নজন; ৩৪ অন্য এলামের সন্তান: এক হাজার
দু’শো চুয়ান্নজন; ৩৫ হারিমের সন্তান: তিনশ’ কুড়িজন; ৩৬ যেরিখোর সন্তান: তিনশ’
পঁয়তাল্লিশজন; ৩৭ লোদ, হাদিদ ও ওনোর সন্তান: সাতশ’ একুশজন; ৩৮ শেনায়ার সন্তান: তিন
হাজার ন’শো ত্রিশজন।

৩৯ যাজকবর্গ: যেশুয়া কুলের মধ্যে যেদাইয়ার সন্তান: ন’শো তিয়াত্তরজন; ৪০ ইম্মেরের সন্তান:
এক হাজার বাহান্নজন; ৪১ পাশ্‌হুরের সন্তান: এক হাজার দু’শো সাতচল্লিশজন; ৪২ হারিমের
সন্তান: এক হাজার সতেরজন।

৪৩ লেবীয়বর্গ: যেশুয়া ও কাদ্‌মিয়েল, বিন্নুই ও হোদাবিয়ার সন্তান: চুয়াত্তরজন।

৪৪ গায়কবর্গ: আসাফের সন্তান: একশ’ আটচল্লিশজন।

৪৫ দ্বারপালদের সন্তানবর্গ: শাল্লুমের সন্তান, আটেরের সন্তান, টাল্‌মোনের সন্তান, আক্কুবের
সন্তান, হাটিটার সন্তান, শোবাইয়ের সন্তান: সবসমেত একশ’ আটত্রিশজন।

৪৬ নিবেদিতরা: সিহার সন্তান, হাসুফার সন্তান, টাব্বায়োতের সন্তান, ৪৭ কেরোসের সন্তান,
সিয়ার সন্তান, পাদোনের সন্তান, ৪৮ লেবানার সন্তান, হাগাবার সন্তান, শাল্‌মাইয়ের সন্তান, ৪৯
হানানের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, গাহারের সন্তান, ৫০ রেয়াইয়ার সন্তান, রেজিনের সন্তান,
নেকোদার সন্তান, ৫১ গাজামের সন্তান, উজ্জার সন্তান, পাসেয়াহ্‌র সন্তান, ৫২ বেসাইয়ের সন্তান,
মেউনিমের সন্তান, নেফুসিমদের সন্তান, ৫৩ বাক্‌বুকের সন্তান, হাকুফার সন্তান, হার্হুরের সন্তান, ৫৪
বাস্‌লিতের সন্তান, মেহিদার সন্তান, হার্শার সন্তান, ৫৫ বার্কোসের সন্তান, সিসেরার সন্তান,
তেমাহ্‌র সন্তান, ৫৬ নেৎসিহার সন্তান, হাটিফার সন্তানেরা।

৫৭ সলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ: সোটাইয়ের সন্তান, সোফেরেতের সন্তান, পেরিদার সন্তান,
৫৮ যালার সন্তান, দার্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, ৫৯ শেফাটিয়ার সন্তান, হাট্টিলের সন্তান,
পোখেরেৎ-হাৎসেবাইমের সন্তান, আমোনের সন্তানেরা: ৬০ নিবেদিতরা ও সলোমনের দাসদের
সন্তানবর্গ সবসমেত তিনশ’ নিরানব্বইজন।

৬১ তেল্-মেলাহ্, তেল্-হার্শা, খেরুব-আদ্দোন ও ইম্মের, এই সকল জায়গা থেকে নিম্নলিখিত
লোকেরা এল, কিন্তু তারা ইস্রায়েলীয় কিনা, এবিষয়ে নিজ নিজ পিতৃকুল বা বংশের প্রমাণ দিতে
পারল না: ৬২ দেলাইয়ার সন্তান, তোবিয়াসের সন্তান, নেকোদার সন্তান: ছ’শো বিয়াল্লিশজন। ৬৩
যাজক-সন্তানদের মধ্যে এরা: হোবাইয়ার সন্তান, হাক্কোসের সন্তান ও বার্সিল্লাইয়ের সন্তানেরা;
এই বার্সিল্লাই গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের কন্যাদের মধ্যে একজনকে বিবাহ করে তাদের সেই নাম
নিয়েছিল; ৬৪ বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত লোকদের মধ্যে এরা নিজ নিজ বংশতালিকা-পত্র খুঁজে
পেল না, এজন্য তারা যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত হল। ৬৫ শাসনকর্তা তাদের হুকুম দিলেন, উরিম ও
তুম্মিমের অধিকারী এক যাজক দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন পরমপবিত্র কিছুই না খায়।

৬৬ একত্রীকৃত গোটা জনসমাবেশ সংখ্যায় ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ’ ষাটজন লোক; ৬৭

উপরন্তু ছিল তাদের দাস-দাসী: সাত হাজার তিনশ’ সাঁইত্রিশজন; গায়ক ও গায়িকা: দু’শো
পঁয়তাল্লিশজন। ৬৮ তাদের ঘোড়া: সাতশ’ ছত্রিশ; খচ্চর: দু’শো পঁয়তাল্লিশ; উট: চারশ’
পঁয়ত্রিশ; গাধা: ছ’হাজার সাতশ’ কুড়ি।
৬৯ পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক নির্মাণকাজের জন্য অর্থদানে সহযোগিতা দান
করল; শাসনকর্তা ধনভাণ্ডারে সাড়ে আট কিলো সোনা ও পঞ্চাশটা বাটি এবং পাঁচশ’ ত্রিশটা
যাজকীয় পোশাক দিলেন। ৭০ কয়েকজন পিতৃকুলপতি নির্মাণ-ধনভাণ্ডারে একশ’ সত্তর কিলো
সোনা ও বারোশ’ কিলো রুপো দিল। ৭১ জনগণের বাকি লোকেরা দিল সতের কিলো সোনা,
এগারশ’ কিলো রুপো ও সাতষট্টিটা যাজকীয় পোশাক। ৭২ যাজকেরা, লেবীয়েরা, দ্বারপালেরা,
গায়কেরা, লোকদের মধ্যে কোন কোন লোক, নিবেদিতরা ও গোটা ইস্রায়েল যে যার শহরে ফিরে
গিয়ে সেখানে বসতি করল।

জনগণের সামনে বিধান-পুস্তক পাঠ

সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে, যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ শহরে ছিল,
৮তখন, সলিলদ্বারের সামনে যে খোলা জায়গা রয়েছে, গোটা জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই
সেখানে সম্মিলিত হয়ে শাস্ত্রী এজরাকে মোশীর বিধান-পুস্তক নিয়ে আসতে বলল, সেই যে বিধান
প্রভু ইস্রায়েলের জন্য জারি করেছিলেন। ২ তাই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে এজরা যাজক
জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রী-পুরুষ এবং বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল—তাদের সকলের
সামনে সেই বিধান-পুস্তক নিয়ে এলেন। ৩ সেখানে, সলিলদ্বারের সামনের সেই খোলা জায়গায়,
স্ত্রী-পুরুষ ও বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল, তাদের সকলের সামনে এজরা ভোর থেকে দুপুর
পর্যন্ত তা থেকে পাঠ করে শোনালেন; সমগ্র জনগণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিধান-পুস্তক শুনল।
৪ এজরা শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই তৈরী একটা কাঠের মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁর ডান
পাশে মাত্তিথিয়া, শেমা, আনাইয়া, উরিয়া, হিল্কিয়া ও মাসেইয়া, এবং তাঁর বাঁ পাশে পেদাইয়া,
মিশায়েল, মাল্কিয়া, হাসুম, হাস্‌বাদ্দানা, জাখারিয়া ও মেশুল্লাম দাঁড়িয়ে ছিল। ৫ এজরা গোটা
জনগণের দৃষ্টিগোচরে—তিনি তো সকলের চেয়ে উঁচুতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—পুস্তকটা খুলে
দিলেন; তিনি পুস্তকটা খোলামাত্র সমগ্র জনগণ উঠে দাঁড়াল। ৬ এজরা তখন মহেশ্বর প্রভুকে ধন্য
বললেন, আর গোটা জনগণ দু’হাত তুলে উত্তরে বলে উঠল, ‘আমেন, আমেন!’ এবং নিচু হয়ে
মাটিতে মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। ৭ যেশুয়া, বানি, শেরেবিয়া, যামিন, আক্কুব,
শাব্বেথাই, হোদিয়া, মাসেইয়া, কেলিটা, আজারিয়া, যোসাবাদ, হানান, পেলাইয়া, এরা সবাই
লেবীয় হওয়ায় জনগণের কাছে বিধানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে লাগল; জনগণ নিজ নিজ জায়গায়
দাঁড়িয়ে রইল। ৮ তারা পরমেশ্বরের বিধান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিল, অনুবাদ করে তার তাৎপর্য
বুঝিয়ে দিচ্ছিল; তাই জনগণ পাঠের অর্থ বুঝতে পারল।
৯ পরে প্রদেশপাল নেহেমিয়া, শাস্ত্রী এজরা যাজক আর সেই লেবীয়েরা যারা জনগণকে শিক্ষা
দান করছিল, তাঁরা গোটা জনগণকে বললেন, ‘আজকের দিন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্র; শোক করো না, চোখের জল ফেলো না!’ কারণ বিধানবাণী শুনতে শুনতে সমগ্র জনগণ
চোখের জল ফেলছিল। ১০ নেহেমিয়া বলে চললেন, ‘এখন যাও, চর্বিওয়ালা খাবার খাও, মিষ্টি
আঙুররস পান কর, এবং যাদের তৈরী কিছু নেই, নিজেদের খাবার থেকে তাদের কাছে কিছুটা
পাঠিয়ে দাও; কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না, কেননা প্রভুর

আনন্দই তোমাদের শক্তি।' ১১ লেবীয়েরা এই বলে গোটা জনগণকে শান্ত করছিল, 'এবার চুপ কর;
আজকের দিন পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না!' ১২ তখন সমগ্র জনগণ ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল,
[গরিবদের কাছে] খাবারের কিছুটা পাঠিয়ে দিল; তারা ফুর্তি করছিল, কারণ তাদের কাছে যে
সকল কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারা তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।

১৩ দ্বিতীয় দিনে সমস্ত জনগণের কুলপতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা বিধানবাণী অধ্যয়ন করতে
শাস্ত্রী এজরার কাছে সমবেত হলেন। ১৪ তাঁরা দেখতে পেলেন, মোশীর মাধ্যমে প্রভু যে বিধান
জারি করেছিলেন, তার মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে, সপ্তম মাসের উৎসবকালে ইস্রায়েল
সন্তানেরা পর্ণকুটিরেই বাস করবে। ১৫ তাই তাঁরা একটা ঘোষণাপত্র জারি করে সকল শহরে ও
যেরুসালেমে তা প্রচার করালেন: 'পর্বতে গিয়ে তোমরা জলপাইগাছের পাতা, বন্য জলপাইগাছের
পাতা, গুলমেদিগাছের পাতা, খেজুরগাছের পাতা ও ঝোপালগাছের পাতা নিয়ে এসো, আর তা
দিয়ে পর্ণকুটির তৈরি কর—যেমনটি লেখা আছে।' ১৬ তখন লোকেরা বাইরে গেল, ও সেই সমস্ত
কিছু এনে প্রত্যেকজন নিজ নিজ ঘরের ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং পরমেশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে,
সলিলদ্বারের খোলা জায়গায় ও এফ্রাইম-দ্বারের খোলা জায়গায় নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরি
করল।

১৭ এইভাবে যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তাদের গোটা জনসমাবেশ পর্ণকুটির তৈরি
করে তার মধ্যে বাস করল। নূনের সন্তান যোশুয়ার সময় থেকে সেদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা
তেমন কিছু কখনও করেনি। তাতে মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ১৮ আর এজরা প্রথম দিন
থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনালেন। পর্বটি
সাত দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হল, এবং বিধি অনুসারে অষ্টম দিনে সমাপ্তি-সভা অনুষ্ঠিত হল।

পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা

৯একই মাসের চতুর্বিংশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে
উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হল। ২ তারপর ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যারা বিজাতীয়দের সঙ্গে
সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, তারা এগিয়ে এসে তাদের নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ
স্বীকার করল। ৩ নিজ নিজ জায়গায় থেকে তারা উঠে দাঁড়াল, এবং তিন ঘণ্টা ধরে তাদের
পরমেশ্বর প্রভুর বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনানো হল; আরও তিন ঘণ্টা ধরে তারা তাদের
পাপ স্বীকার করল, এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। ৪ যেশুয়া, বিন্নুই,
কাদ্‌মিয়েল, শেবানিয়া, বুন্নি, শেরেবিয়া, বানি ও কেনানি লেবীয়দের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায়
তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকল। ৫ পরে যেশুয়া, কাদ্‌মিয়েল, বানি, হাস্‌বাব্‌নেইয়া, শেরেবিয়া,
হোদিয়া, শেবানিয়া, পেথাইয়া, এই কয়েকজন লেবীয় একথা বলল: 'উঠে দাঁড়াও! তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুকে বল ধন্য!

অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে ধন্য হোক তোমার গৌরবময় নাম, সেই যে নামের মহিমা
সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসাবাদের অতীত! ৬ তুমি, একমাত্র তুমিই প্রভু; স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তার
সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই
সব নির্মাণ করেছ; তুমিই সমস্ত কিছু জীবনপূর্ণ করে রাখ, এবং স্বর্গীয় বাহিনী তোমার উদ্দেশে
প্রণিপাত করে। ৭ তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়ে কাল্‌দীয়দের সেই উর
থেকে বের করে এনেছিলে এবং তাঁর নাম আব্রাহাম রেখেছিলে। ৮ তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি

বিশ্বস্ত দে'খে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয় ও গির্গাশীয়দের দেশ তাঁর বংশকে
দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে; আর তোমার সেই বাণী তুমি রক্ষাই
করেছ, কেননা তুমি ধর্মময়!

৯ তুমি মিশরে আমাদের পিতৃপুরুষদের দুর্দশা দেখেছিলে, লোহিত-সাগর-তীরে তাদের হাহাকার
শুনেছিলে; ১০ ফারাওর, তাঁর সমস্ত পরিষদের ও তাঁর দেশের লোকদের বিরুদ্ধে নানা চিহ্ন ও
অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে; কেননা তুমি জানতে যে, তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি
কঠোর ভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তুমি এমন সুনাম অর্জন করেছ, যা আজও অম্লান! ১১ তুমি
তাদের সামনে সাগর দু'ভাগ করে খুলে দিলে; তখন তারা সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো মাটির
উপর দিয়ে হেঁটে চলল; যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তাদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিলে
মত্ত জলরাশির গর্ভে একটা পাথরের মত। ১২ তাদের চলার পথ আলোকিত করতে তুমি দিনের
বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলে। ১৩ তুমি সিনাই
পর্বতের উপরে নেমে এলে, স্বর্গ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বললে, এবং ধর্মসম্মত নিয়মনীতি ও
সত্য বিধিমালা তাদের দিলে—মঙ্গলময় বিধি, মঙ্গলময় আজ্ঞা! ১৪ তাদের জানিয়ে দিলে তোমার
পবিত্র সাব্বাৎ, এবং তোমার আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে তাদের দিলে আজ্ঞা, বিধি ও বিধান।
১৫ তারা ক্ষুধিত হলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের রুটি দিলে, তারা পিপাসিত হলে তুমি শৈল থেকে
জল বের করে আনলে; এবং যে দেশ তাদের দেবে বলে শপথ করেছিলে, সেই দেশ অধিকার
করে নিতে তাদের আজ্ঞা দিলে।

১৬ অথচ তারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, গ্রীবা শক্ত করল, তোমার
আজ্ঞায় কান দিল না, ১৭ বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য
কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না; বরং গ্রীবা শক্ত করে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাসত্বে ফিরে
যাবে বলে মন স্থির করল। কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর,
কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না। ১৮ এমনকি, তারা যখন নিজেদের জন্য ছাঁচে
ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করল, এবং বলল, এই যে তোমার দেবতা, যিনি মিশর থেকে
তোমাকে বের করে এনেছেন, আর তাই বলে যখন তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল, ১৯ তখনও তুমি
তোমার অসীম স্নেহ গুণে মরুপ্রান্তরে তাদের পরিত্যাগ করলে না; না, সেই যে মেঘস্তম্ভ দিনের
বেলায় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাদের সামনে থেকে সরে গেল না; সেই যে
অগ্নিস্তম্ভ রাতের বেলায় তাদের চলার পথ আলোকিত করছিল, তাও সরে গেল না। ২০ জ্ঞান-শিক্ষা
দেবার জন্য তুমি তাদের তোমার মঙ্গলময় আত্মাকে দিলে, তাদের মুখে তোমার মান্না দিতে ক্ষান্ত
হলে না, এবং তারা পিপাসিত হলে তুমি তাদের জন্য জল যুগিয়ে দিলে। ২১ চল্লিশ বছর ধরে
মরুপ্রান্তরে তুমি তাদের যত্ন করলে, তাদের কিছুর অভাব হল না: তাদের পোশাকও জীর্ণ হল না,
তাদের পাও ফুলে উঠল না।

২২ পরে তুমি তাদের দিলে নানা রাজ্য ও নানা জাতিকে; সেগুলিকে সীমান্ত দেশ রূপে তাদের
মধ্যে বণ্টন করলে; তাই তারা সিহোনের দেশ, অর্থাৎ হেস্‌বোনের রাজার দেশ ও বাশান-রাজ
ওগের দেশ অধিকার করে নিল। ২৩ তাদের সন্তানদের সংখ্যা তুমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত
বৃদ্ধি করলে, এবং সেই দেশেই তাদের আনলে, যা বিষয়ে তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কথা
দিয়েছিলে যে, তারা তা অধিকার করে নিতে সেখানে প্রবেশ করবে। ২৪ হ্যাঁ, তাদের সন্তানেরা

সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নিল; এবং তুমি সেই দেশের অধিবাসী কানানীয়দের
তাদের সামনে নত করলে, এবং ওদের ও ওদের রাজাদের ও দেশের সকল জাতিকে তাদের
হাতে তুলে দিলে, যেন তারা ওদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। ২৫ তাই তারা সুরক্ষিত বহু
বহু নগর দখল করল, উর্বরা ভূমিও দখল করল; সবরকম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাড়ি-ঘর, খনন করা
কুয়ো, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও প্রচুর প্রচুর ফলদায়ী গাছ অধিকার করল; তারা খেল, তৃপ্তির
সঙ্গেই খেল, মোটাও হল, এবং তোমার মহা মঙ্গলময়তা গুণে আপ্যায়িত হল।
২৬ কিন্তু তারা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল, এবং
তোমার যে নবীরা তোমার দিকে তাদের ফেরাবার জন্য তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন,
তাঁদের হত্যা করল; তোমাকে প্রচন্ড অপমান করল! ২৭ তাই তাদের তুমি তাদের বিপক্ষদের
হাতে ছেড়ে দিলে, আর তারা তাদের অত্যাচার করল; কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যে তারা যখন
তোমার কাছে চিৎকার করছিল, তখন তুমি স্বর্গ থেকে তাদের চিৎকার শুনে তোমার অসীম স্নেহ
গুণে তাদের এমন ত্রাণকর্তা দান করছিলে, যাঁরা বিপক্ষদের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন।
২৮ কিন্তু তবু তারা যখন স্বস্তি ভোগ করত, তারা আবার তোমার সামনে কুকাজ করত, ফলে
তাদের তুমি তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে, আর সেই শত্রুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাত;
কিন্তু তারা ফিরলে ও তোমার কাছে হাহাকার করলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের হাহাকার শুনে
তোমার স্নেহগুণে বহুবার তাদের উদ্ধার করতে। ২৯ তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার
জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিতে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা
দেখাত না; যা পালন করলে মানুষ বাঁচে, তোমার এমন সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত;
তারা কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, গ্রীবা শক্ত করত, বাধ্য ছিল না।
৩০ তবু তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, ও তোমার নবীদের মধ্য দিয়ে তোমার
আত্মা দ্বারা তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালে; কিন্তু তারা কান দিতে চাইল না; ফলে তাদের
তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে। ৩১ তবু তোমার অসীম স্নেহ গুণে তুমি তাদের
নিঃশেষ করনি, ত্যাগও করনি, কারণ তুমি দয়াবান ও স্নেহশীল ঈশ্বর।
৩২ তাই এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান পরাক্রমী ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও
কৃপা রক্ষা করে থাক, আসিরিয়ার রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের
রাজাদের, জনপ্রধানদের, যাজকদের, নবীদের, পিতৃপুরুষদের ও তোমার গোটা জনগণের উপরে
যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়। ৩৩
আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়, কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার
করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি। ৩৪ আমাদের রাজারা, জনপ্রধানেরা, যাজকেরা ও পিতৃপুরুষেরা,
কেউই তোমার বিধান পালন করেনি; এবং যা দ্বারা তুমি তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে,
তোমার সেই সমস্ত আজ্ঞা ও আদেশে তারা কান দেয়নি। ৩৫ তাদের নিজেদের রাজ্যেও, তাদের
উপরে বর্ষিত তোমার অসীম মঙ্গল সত্ত্বেও, তোমার দ্বারা তাদের হাতে দেওয়া প্রশস্ত ও উর্বর দেশ
সত্ত্বেও তারা তোমার সেবা করেনি, তাদের কুকর্ম সাধনেও ক্ষান্ত হয়নি। ৩৬ যে দেশ তুমি আমাদের
পিতৃপুরুষদের দিয়েছ তারা যেন তার ফল খায় ও তার যত মঙ্গল ভোগ করে, দেখ, আজ আমরা
সেই দেশে দাস! ৩৭ আর তুমি আমাদের পাপরাশির জন্য আমাদের উপরে যে রাজাদের বসিয়েছ,
এই দেশের প্রচুর ফল সবই তাদের স্বত্ব; এখন তারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের

পশুদের উপরে যেমন খুশি তেমনই প্রভুত্ব চালাচ্ছে, আর আমরা ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি।’

জনগণের প্রতিজ্ঞা

১০‘এই সমস্ত ঘটনার জন্য আমরা এখন লিখিত আকারে দৃঢ় চুক্তি করছি। আমাদের জনপ্রধানেরা,
আমাদের লেবীয়েরা ও আমাদের যাজকেরা তার উপরে নিজ নিজ মুদ্রাঙ্কন দিয়েছে।’
২ যাঁরা মুদ্রাঙ্কন দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এই: হাকালিয়ার সন্তান নেহেমিয়া শাসনকর্তা, এবং
সেদেকিয়া, ৩ সেরাইয়া, আজারিয়া, যেরেমিয়া, ৪ পাশ্‌হুর, আমারিয়া, মাল্কিয়া, ৫ হাটুশ, শেবানিয়া,
মাল্লুক, ৬ হারিম, মেরেমোৎ, ওবাদিয়া, ৭ দানিয়েল, গিন্নেথোন, বারুক, ৮ মেশুল্লাম, আবিয়া,
মিয়ামিন, ৯ মায়াজিয়া, বিল্গাই, শেমাইয়া: যাজকদের মধ্যে এই সকল লোক।
১০ লেবীয়দের মধ্যে: আজানিয়ার সন্তান যেশুয়া, বিন্নুই, সে হেনাদাদের সন্তানদের মধ্যে
একজন, কাদ্‌মিয়েল, ১১ এবং তাদের জ্ঞাতি শেবানিয়া, হোদিয়া, কেলিটা, পেলাইয়া, হানান, ১২
মিখা, রেহোব, হাসাবিয়া, ১৩ জাক্কুর, শেরেবিয়া, শেবানিয়া, ১৪ হোদিয়া, বানি ও বেনিনু।
১৫ জনগণের মধ্যে প্রধান লোকেরা: পারোশ, পাহাৎ-মোয়াব, এলাম, জাত্তু, বানি, ১৬ বুন্নি,
আজ্‌গাদ, বেবাই, ১৭ আদোনিয়া, বিগ্‌বাই, আদিন, ১৮ আটের, হেজেকিয়া, আজ্জুর, ১৯ হোদিয়া,
হাসুম, বেজাই, ২০ হারিফ, আনাথোৎ, নেবাই, ২১ মাগ্‌পিয়াস, মেশুল্লাম, হেজির, ২২ মেসেজাবেল,
সাদোক, ইয়াদ্দুয়া, ২৩ পেলাটিয়া, হানান, আনাইয়া, ২৪ হোসেয়া, হানানিয়া, হাসুব, ২৫ হালোহেশ,
পিল্‌হা, শোবেক, ২৬ রেহুম, হাশাব্‌না, মাসেইয়া, ২৭ আহিয়া, হানান, আনান, ২৮ মাল্লুক, হারিম ও
বানা।
২৯ জনগণের অবশিষ্ট লোকেরা, যাজক, লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নিবেদিত প্রভৃতি যে সকল
লোক নানা দেশের জাতিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরমেশ্বরের বিধানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল,
তারা সকলে, তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধি হয়েছিল যাদের, তারা সকলে ৩০
তাদের গণ্যমান্য ভাইদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দিব্যি দিয়ে শপথ করল যে, পরমেশ্বর তাঁর দাস
মোশী দিয়ে যে বিধান দিলেন, তারা পরমেশ্বরের সেই বিধান-পথে চলবে, তাদের প্রভু
পরমেশ্বরের আজ্ঞা, নিয়মনীতি ও বিধিগুলো সযত্নে পালন করবে।
৩১ বিশেষভাবে: আমরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিবাহ দেব না, আমাদের
ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের নেব না, ৩২ স্থানীয় লোকেরা সাব্বাৎ দিনে বিক্রেয় মাল বা খাবার
বিক্রির জন্য আনলে আমরা সাব্বাৎ দিনে বা অন্য পবিত্র দিনে তাদের কাছ থেকে তা কিনব না,
এবং প্রতিটি সপ্তম বর্ষে ভূমিকে বিশ্রাম দেব ও সমস্ত ঋণ-আদায় পরিত্যাগ করব।
৩৩ উপরন্তু: আমরা নিজেদের উপরে এই নিয়ম নির্ধারণ করলাম যে, আমাদের পরমেশ্বরের
গৃহের সেবাকাজের জন্য আমরা প্রত্যেক বছর তিন ভাগের এক ভাগ করে শেকেল দান করব: ৩৪
ভোগ-রুটির, নিত্য শস্য-নৈবেদ্যের, নিত্যাহুতির, সাব্বাতের, অমাবস্যার, পর্বগুলোর, পবিত্রীকৃত
বস্তুর ও ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্ত-সংক্রান্ত পাপার্থে বলির জন্য এবং আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের
সমস্ত কাজের জন্য তা করলাম।
৩৫ জ্বালানির বিষয়ে, অর্থাৎ বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর
যজ্ঞবেদির উপরে জ্বালাবার জন্য আমাদের পিতৃকুল অনুসারে প্রতি বছর নির্ধারিত কালে
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে কাঠ আনবার বিষয়ে আমরা যাজক, লেবীয় ও জনগণ গুলিবাঁট
করলাম, ৩৬ আর আমাদের ভূমির প্রথমফসল ও সমস্ত বাগানের প্রথমফল প্রতি বছর প্রভুর গৃহে

আনবার নিয়ম স্থির করলাম; ৩৭ এবং বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে আমাদের
প্রথমজাত পুত্রসন্তান ও পশুগুলোকে, আমাদের গবাদি পশুর ও ছাগ-মেষের প্রথমজাতগুলোকে,
পরমেশ্বরের গৃহে যারা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের উপাসনা-কর্ম চালায়, সেই যাজকদের কাছে
আনব; ৩৮ আমাদের ময়দার অগ্রিমাংশ, আমাদের অর্ঘ্য ও সবধরনের গাছের ফল, আঙুররস ও
তেল আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের ভাণ্ডারে যাজকদের জন্য আনব; আমাদের ভূমির
প্রথমফসলের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনব, কেননা যে সমস্ত শহরে আমরা উপাসনা করে
থাকি, সেখানে লেবীয়েরাই দশমাংশ আদায় করে। ৩৯ এও স্থির করলাম যে, লেবীয়দের দশমাংশ
আদায় কালে আরোন-বংশজাত একজন যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকবে, পরে লেবীয়েরা
দশমাংশের দশমাংশ আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে, ধনভাণ্ডারের কামরাগুলোতে আনবে, ৪০ কেননা
পবিত্রধামের পাত্রগুলো এবং উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত যাজকেরা, দ্বারপালেরা ও গায়কেরা যেখানে
থাকে, সেই সকল কামরায় ইস্রায়েল সন্তানদের ও লেবি-সন্তানদের পক্ষে শস্য, আঙুররস ও
তেলের অংশ আনা উচিত।
এইভাবে আমরা স্থির করলাম, আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ অবহেলা করব না।

যেরুসালেম-পুনর্বাসন

১১ জনগণের প্রধান লোকেরা যেরুসালেমে বসতি করল; বাকি লোকেরা পবিত্র নগরী
যেরুসালেমকে বাসিন্দা দেবার জন্য প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে সেখানে আনবার জন্য
গুলিবাঁট করল; অপর ন'জন অন্যান্য শহরেও থাকতে পারত। ২ যে সকল লোক স্বেচ্ছায়
যেরুসালেমে বাস করতে চাইল, জনগণ তাদের আশীর্বাদ করল।
৩ যুদার শহরে শহরে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে বাস করত, কিন্তু প্রদেশের এই সকল
প্রধান লোক এবং এই এই ইস্রায়েলীয়েরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা, নিবেদিতরা ও সলোমনের
দাসদের সন্তানেরা যেরুসালেমে বসতি করল। ৪ যেরুসালেমে যুদা-সন্তানেরা ও বেঞ্জামিন-সন্তানেরা
বসতি করল।
যুদা-সন্তানদের মধ্যে: উজ্জিয়ার সন্তান আথাইয়া; সেই উজ্জিয়া জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া
আমারিয়ার সন্তান, আমারিয়া শেফাটিয়ার সন্তান, শেফাটিয়া মাহালালেলের সন্তান: সে
পেরেস-সন্তানদের একজন; ৫ উপরন্তু: বারুকের সন্তান মাসেইয়া; সেই বারুক কোল-হোজের
সন্তান, কোল-হোজে হাজাইয়ের সন্তান, হাজাইয়া আদাইয়ার সন্তান, আদাইয়া যোইয়ারিবের
সন্তান, যোইয়ারিব জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া শীলোনীয়ের সন্তান।
৬ যে পেরেস-সন্তান যেরুসালেমে বসতি করল, তারা সবসমেত চারশ' আটষট্টিজন বীরপুরুষ।
৭ বেঞ্জামিনের এই সকল সন্তান: মেশুল্লামের সন্তান শাল্লু; সেই মেশুল্লাম যোয়েদের সন্তান,
যোয়েদ পেদাইয়ার সন্তান, পেদাইয়া কোলাইয়ার সন্তান, কোলাইয়া মাসেইয়ার সন্তান, মাসেইয়া
ইথিয়েলের সন্তান, ইথিয়েল যেসাইয়ার সন্তান; ৮ এর পরে গাব্বাই ও শাল্লাই … ন'শো
আটাশজন। ৯ জিখ্রির সন্তান যোয়েল তাদের জননেতা ছিলেন, এবং হাস্‌সেনুয়ার সন্তান যুদা
নগরীর দ্বিতীয় প্রধান লোক ছিলেন।
১০ যাজকদের মধ্যে: যোইয়ারিবের সন্তান যেদাইয়া, যাখিন, ১১ হিল্কিয়ার সন্তান সেরাইয়া; সেই
হিল্কিয়া মেশুল্লামের সন্তান, মেশুল্লাম সাদোকের সন্তান, সাদোক মেরাইওতের সন্তান, মেরাইওৎ
আহিটুবের সন্তান, আহিটুব পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ; ১২ উপরন্তু: গৃহের উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত

তাদের ভাইয়েরা আটশ’ বাইশজন; যেরোহামের সন্তান আদাইয়া; সেই যেরোহাম পেলালিয়ার
সন্তান, পেলালিয়া আম্‌সির সন্তান, আম্‌সি জাখারিয়ার সন্তান, জাখারিয়া পাশ্‌হুরের সন্তান,
পাশ্‌হুর মাল্কিয়ার সন্তান। ১৩ মাল্কিয়ার ভাইয়েরা দু’শো বিয়াল্লিশজন পিতৃকুলপতি ছিলেন;
তাছাড়া আজারেলের সন্তান আমাসাই; সেই আজারেল আহ্‌জাইয়ের সন্তান, আহ্‌জাই
মেশিল্লেমোতের সন্তান, মেশিল্লেমোৎ ইম্মেরের সন্তান। ১৪ তাদের ভাইয়েরা একশ’ আটাশজন
বীরপুরুষ ছিল, এবং তাদের জননেতা ছিলেন জাব্দিয়েল, যিনি গেদোলিমের সন্তান।
১৫ লেবীয়দের মধ্যে: হাসুবের সন্তান শেমাইয়া; সেই হাসুব আজ্রিকামের সন্তান, আজ্রিকাম
হাসাবিয়ার সন্তান, হাসাবিয়া বুন্নির সন্তান; ১৬ আর প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শাব্বেথাই ও
যোসাবাদ পরমেশ্বরের গৃহের বাইরের কাজে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল; ১৭ আর আসাফের প্রপৌত্র
জাব্দির পৌত্র মিখার সন্তান মাত্তানিয়া ছিলেন সামগান পরিবেশনে প্রধান: তিনিই প্রথম প্রার্থনা
শুরু করতেন, ও তাঁর ভাইদের মধ্যে বাকবুকিয়া তাঁর দ্বিতীয় ছিলেন; এবং ইদুথুমের প্রপৌত্র
গালালের পৌত্র শাম্মুয়ার সন্তান আব্দা। ১৮ পবিত্র নগরীতে লেবীয়েরা সবসমেত দু’শো চুরাশিজন।
১৯ দ্বারপালেরা: আক্কুব, টাল্‌মোন ও দ্বারগুলোর প্রহরী তাদের ভাইয়েরা: তারা একশ’
বাহাত্তরজন।
২০ ইস্রায়েলের, যাজকদের, লেবীয়দের বাকি লোকেরা যুদার সমস্ত শহরে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে
বসতি করল। ২১ নিবেদিতরা ওফেলে বসতি করল, এবং সিহা ও গিস্পা নিবেদিতদের প্রধান। ২২
বানির সন্তান উজ্জি যেরুসালেমে লেবীয়দের প্রধান; সেই বানি হাসাবিয়ার সন্তান, হাসাবিয়া
মাত্তানিয়ার সন্তান, মাত্তানিয়া মিখার সন্তান, মিখা আসাফের বংশজাত গায়কদের মধ্যে একজন।
উজ্জি পরমেশ্বরের গৃহের উপাসনায় গানের পরিচালক ছিলেন। ২৩ কেননা তাদের বিষয়ে রাজার
এক আজ্ঞা ছিল, এবং গায়কদের জন্য প্রতিদিন নির্ধারিত অংশ দেওয়া হত। ২৪ যুদা-সন্তান
জেরাহ্‌র বংশজাত মেসেজাবেলের সন্তান যে পেথাহিয়া, সে জনগণের সমস্ত বিষয়ে রাজার অধীনে
নিযুক্ত ছিল।
২৫ চারণভূমি-সমেত গ্রামগুলোর কথা: যুদা-সন্তানেরা কেউ কেউ কিরিয়াৎ-আর্বায় ও তার
উপনগরগুলোতে, দিবোনে ও তার উপনগরগুলোতে, যেকাব্‌সেলে ও তার উপনগরগুলোতে, ২৬
এবং যেশুয়াতে, মোলাদায়, বেথ্‌-পেলেটে, ২৭ হাৎসার-সুয়ালে, বের্‌শেবায় ও তার
উপনগরগুলোতে, ২৮ সিক্লাগে, মেকোনায় ও তার উপনগরগুলোতে, ২৯ এন্‌-রিম্মোনে, জরায়,
যার্মুতে, ৩০ জানোয়াহ্‌তে, আদুল্লামে ও তাদের গ্রামগুলোতে, লাখিশে ও তার চারণভূমি, আজেকায়
ও তার উপনগরগুলোতে বসতি করল। তারা বের্‌শেবা থেকে হিন্নোন উপত্যকা পর্যন্ত বাস করত।
৩১ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা গেবায়, মিক্‌মাসে, আইয়াতে, বেথেলে ও তার উপনগরগুলোতে বসতি
করল; ৩২ আবার, আনাথোতে, নোবে, আনানিয়াতে, ৩৩ হাৎসোরে, রামায়, গিত্তাইমে, ৩৪ হাদিদে,
জেবোইমে, নেবাল্লাটে, ৩৫ লোদে এবং ওনোতে ও শিল্পকারদের উপত্যকায় বসতি করল। ৩৬
লেবীয়দের কোন কোন অংশ যুদায়, কোন কোন অংশ বেঞ্জামিনে বসতি করল।

যাজক ও লেবীয় বর্গ

১২এই যাজকেরা ও লেবীয়েরা শাল্‌টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেলের ও যেশুয়ার সঙ্গে ফিরে
এসেছিলেন: সেরাইয়া, যেরেমিয়া, এজরা, ২ আমারিয়া, মাল্লুক, হাটুশ, ৩ শেখানিয়া, রেহুম,
মেরেমোৎ, ৪ ইদ্দো, গিন্নেথোন, আবিয়া, ৫ মিয়ামিন, মাদিয়া, বিল্গা, ৬ শেমাইয়া, যোইয়ারিব,

যেদাইয়া, ৭ শাল্লু, আমোক, হিল্কিয়া, যেদাইয়া। এঁরা যেশুয়ার সময়ে যাজকদের ও নিজ নিজ
ভাইদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।
৮ লেবীয়বর্গ: যেশুয়া, বিন্নুই, কাদ্‌মিয়েল, শেরেবিয়া, যুদা, মাত্তানিয়া; এই মাত্তানিয়া ও তাঁর
ভাইয়েরা স্তুতিগান পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। ৯ তাঁদের ভাইয়েরা বাক্‌বুকিয়া ও উন্নি তাদের
অধীনে প্রহরা-কাজে নিযুক্ত ছিল।
১০ যেশুয়া যোইয়াকিমের পিতা, যোইয়াকিম এলিয়াসিবের পিতা, এলিয়াসিব যোইয়াদার পিতা,
১১ যোইয়াদা যোনাথানের পিতা, যোনাথান ইয়াদ্দুয়ার পিতা।
১২ যোইয়াকিমের সময়ে এঁরা পিতৃকুলপতি যাজক ছিলেন: সেরাইয়ার কুলে মেরাইয়া,
যেরেমিয়ার কুলে হানানিয়া, ১৩ এজরার কুলে মেশুল্লাম, আমারিয়ার কুলে যেহোহানান, ১৪ মাল্লুকের
কুলে যোনাথান, শেবানিয়ার কুলে যোসেফ, ১৫ হারিমের কুলে আদ্‌না, মেরাইওতের কুলে হেল্কাই,
১৬ ইদ্দোর কুলে জাখারিয়া, গিন্নেথোনের কুলে মেশুল্লাম, ১৭ আবিয়ার কুলে জিখ্রি, মিনিয়ামিনের
কুলে …, মোয়াদিয়ার কুলে পিল্‌টাই, ১৮ বিল্গার কুলে শাম্মুয়া, শেমাইয়ার কুলে যোনাথান, ১৯
যোইয়ারিবের কুলে মাত্তেনাই, যেদাইয়ার কুলে উজ্জি, ২০ শাল্লাইয়ের কুলে কাল্লাই, আমোকের
কুলে এবের, ২১ হিল্কিয়ার কুলে হাসাবিয়া, যেদাইয়ার কুলে নেথানেল।
২২ লেবীয়দের পিতৃকুলপতিরা এলিয়াসিবের, যোইয়াদার, যোহানানের ও ইয়াদ্দুয়ার সময়ে, এবং
যাজকেরা পারসিক দারিউসের রাজত্বকালে বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হলেন।
২৩ লেবীয় বংশজাত পিতৃকুলপতিরা বংশাবলি-পুস্তকে এলিয়াসিবের সন্তান যোহানানের সময়
পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হলেন। ২৪ লেবীয়দের প্রধান লোক হাসাবিয়া, শেরেবিয়া, ও কাদ্‌মিয়েলের
সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সামনে থাকা তাঁদের ভাইয়েরা পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের আজ্ঞা
অনুসারে দলে দলে প্রশংসা ও স্তুতিগান করতে নিযুক্ত ছিলেন। ২৫ মাত্তানিয়া, বাক্‌বুকিয়া,
ওবাদিয়া, মেশুল্লাম, টাল্‌মোন ও আক্কুব দ্বারপাল হয়ে দ্বারগুলোর নিকটবর্তী ভাণ্ডারগুলোর
প্রহরা-কাজে নিযুক্ত ছিল। ২৬ এরা যোসাবাদের পৌত্র যেশুয়ার সন্তান যোইয়াকিমের সময়ে এবং
প্রদেশপাল নেহেমিয়া ও শাস্ত্রী এজরা যাজকের সময়ে জীবিত ছিল।

নগরপ্রাচীর প্রতিষ্ঠা

২৭ যেরুসালেম প্রাচীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লেবীয়দের যেরুসালেমে আনবার জন্য তাদের সকল
বাসস্থানে তাদের খোঁজ করা হল, যেন প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান কর্‌তাল, সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে ও
স্তবস্তুতি ও বন্দনা গানে আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। ২৮ গায়কদলের সদস্যেরা যেরুসালেমের
নিকটবর্তী প্রদেশ থেকে ও নেটোফাতীয়দের যত গ্রাম থেকে, ২৯ এবং বেথ্‌-গিল্‌গাল থেকে এবং
গেবার ও আজ্‌মাবেতের খোলা মাঠ থেকে সমবেত হল; কেননা গায়কেরা যেরুসালেমের
কাছাকাছিই নিজেদের জন্য গ্রাম স্থাপন করেছিল। ৩০ যাজকেরা ও লেবীয়েরা আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া
পালন করল; পরে জনগণকে, সমস্ত নগরদ্বার ও প্রাচীরকেও শুদ্ধ করল।
৩১ তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের প্রাচীরের উপরে আনলাম, এবং বড় বড় দু'টো
কীর্তন-দল গঠন করলাম। প্রথম দল প্রাচীরের উপর দিয়ে ডান পাশে সার-দ্বারের দিকে এগিয়ে
গেল; ৩২ তাদের পিছু পিছু চলছিল হোসাইয়া, যুদার প্রধান লোকদের অর্ধেক ভাগ, ৩৩ আজারিয়া,
এজরা, মেশুল্লাম, ৩৪ যুদা, বেঞ্জামিন, শেমাইয়া ও যেরেমিয়া—৩৫ এরা সকলে তুরিবাদক যাজকের
দলের মানুষ; তারপর যোনাথান—অর্থাৎ আসাফের বংশজাত জাক্কুরের সন্তান মিখাইয়া,

মিখাইয়ার সন্তান মাত্তানিয়া, মাত্তানিয়ার সন্তান শেমাইয়া, শেমাইয়ার সন্তান যে যোনাথান, সেই
যোনাথানের সন্তান জাখারিয়া, ৩৬ ও তার জ্ঞাতিভাই শেমাইয়া, আজারেল, মিলালাই, গিলালাই,
মায়াই, নেথানেল, যুদা ও হানানি, এই সকলের হাতে ছিল পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের বাদ্যযন্ত্র;
এদের সকলের আগে আগে শাস্ত্রী এজরা হেঁটে চলছিলেন। ৩৭ ঝরনাদ্বারের কাছে এসে পৌঁছে
তারা সরাসরি দাউদ-নগরীর সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রাচীরের ঊর্ধ্বগামী জায়গা দিয়ে উঠে দাউদের
প্রাসাদ রেখে সলিলদ্বার পর্যন্ত পুবদিকে এগিয়ে গেল।

৩৮ দ্বিতীয় কীর্তন-দল বাঁ দিকে এগিয়ে গেল, এবং আমি, আর আমার সঙ্গে জনগণের অর্ধেক
ভাগ, তাদের পিছু পিছু প্রাচীরের উপর দিয়ে চললাম। তারা তন্দুর-দুর্গ পার হয়ে চওড়া প্রাচীর
পর্যন্ত গেল; ৩৯ তারপর এফ্রাইম-দ্বার, প্রাচীন দ্বার, মৎস্যদ্বার, হানানেল-দুর্গ ও মেয়া-দুর্গ পার হয়ে
তারা মেষদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেল; কীর্তন-দল কারাগার-দ্বারে এসে পৌঁছে সেখানে দাঁড়াল। ৪০
কীর্তন-দল দু'টো পরমেশ্বরের গৃহে স্থান নিল; আমিও তাই করলাম, আর আমার সঙ্গে
বিচারকদের যে অর্ধেক ভাগ ছিল, তারাও তাই করল; ৪১ তুরিবাদক যাজক এলিয়াকিম,
মায়াসেইয়া, মিনিয়ামিন, মিখাইয়া, এলিওয়েনাই, জাখারিয়া, হানানিয়া, ৪২ এবং মায়াসেয়া,
শেমাইয়া, এলেয়াজার, উজ্জি, যেহোহানান, মাল্কিয়া, এলাম ও এজেরও সেখানে স্থান নিল।
গায়কেরা জোর গলায় গান করছিল, ও ইজ্রাহিয়া তাদের পরিচালক ছিল।

৪৩ সেদিন বহু বহু বলি উৎসর্গ করা হল, এবং জনগণ আনন্দ-ফুর্তি করল, কারণ পরমেশ্বর
তাদের মহা আনন্দে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরাও
আনন্দ-ফুর্তি করল, এবং যেরুসালেমের আনন্দের সাড়া বহু দূরেই শোনা গেল।

৪৪ সেসময়ে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হল, তারা যেন যে যে কক্ষ নৈবেদ্যের, প্রথমাংশের ও
দশমাংশের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে নগরীর অধীনস্থ গ্রামগুলো থেকে সেই
সকল অংশ সংগ্রহ করে, যা বিধান অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ; ব্যাপারটা হল
এই যে, যাজকদের নিজ নিজ স্থানে দে'খে ইহুদীরা খুবই আনন্দ পাচ্ছিল। ৪৫ আর এই যাজকেরা
তাদের পরমেশ্বরের সেবা সংক্রান্ত ও শুচিতা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করছিল; সেদিকে
গায়কেরা ও দ্বারপালেরাও দাউদের ও তাঁর সন্তান সলোমনের আজ্ঞামত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন
করছিল; ৪৬ কেননা প্রচীনকাল থেকেও, দাউদ ও আসাফের সময় থেকেও গায়কদলের
পরিচালকেরা ছিল, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগান ও স্তুতিগান পরিবেশন করা হত। ৪৭
জেরুব্বাবেল ও নেহেমিয়ার সময়ে গোটা ইস্রায়েল গায়কদের ও দ্বারপালদের কাছে তাদের দৈনিক
প্রাপ্য অংশ দিত; এবং এরা লেবীয়দের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত, লেবীয়েরাও
আরোন-সন্তানদের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত।

নেহেমিয়ার সাধিত পুনঃসংস্কার

১৩সেসময় লোকদের সাক্ষাতে মোশীর পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনানো হল; আর তার মধ্যে এই
কথা লেখা পাওয়া গেল যে, আম্মোনীয় ও মোয়াবীয় কোন মানুষ পরমেশ্বরের জনসমাবেশে
কখনও প্রবেশ করতে পারবে না, ২ কারণ তারা খাবার ও জল নিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে আসেনি; এমনকি, তাদের অভিশাপ দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বালায়ামকে
উৎকোচ দিয়েছিল; কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর সেই অভিশাপ আশীর্বাদেই পরিণত করেছিলেন। ৩
তেমন বিধান শুনে তারা মিশ্র-রক্তের সকল মানুষকে ইস্রায়েল থেকে পৃথক করল।

৪ এর আগে, আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের কামরাগুলোর অধ্যক্ষ এলিয়াসিব যাজক তোবিয়াসের
আত্মীয় হওয়ায় ৫ তার জন্য বড় একটা কামরার ব্যবস্থা করেছিল; আগে সেই জায়গায় নিবেদিত
শস্য-নৈবেদ্য, ধূপ ও পাত্রগুলো রাখা হত, এবং বিধিমতে লেবীয়দের, গায়কদের ও দ্বারপালদের
প্রাপ্য যে শস্য, সেই আঙুররস ও তেলের দশমাংশ এবং অর্ঘ্য থেকে যাজকদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা
অংশও রাখা হত।
৬ এই সমস্ত ঘটনার সময়ে আমি যেরুসালেমে ছিলাম না, কেননা বাবিলন-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের
দ্বাত্রিংশ বর্ষে রাজার কাছে ফিরে গেছিলাম; কিন্তু কিছু দিন পরে রাজার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে ৭
যেরুসালেমে ফিরে এসেছিলাম, আর তখনই জানতে পারলাম, এলিয়াসিব তোবিয়াসের জন্য
পরমেশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে একটা কামরার ব্যবস্থা করায় কেমন অপকর্ম করেছিল। ৮ এতে আমার
অন্তরে বড়ই অসন্তোষ জন্মেছিল, তাই ওই কামরা থেকে তোবিয়াসের সমস্ত মালপত্র বের করে
ফেললাম; ৯ পরে আজ্ঞা দিলাম, যেন কামরাগুলো শুচীকৃত করা হয়, এবং সেই জায়গায়
পরমেশ্বরের গৃহের পাত্রগুলো, শস্য-নৈবেদ্য ও ধূপ আবার আনালাম।
১০ আমি এও জানতে পারলাম যে, লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ তাদের দেওয়া হচ্ছিল না, আর
এজন্য সেবাকর্মে নিযুক্ত লেবীয়েরা ও গায়কেরা পালিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রামে গেছিল। ১১ তাই
আমি অধ্যক্ষদের ভর্ৎসনা করে বললাম, 'পরমেশ্বরের গৃহ কেন পরিত্যক্ত হল?' পরে ওদের সংগ্রহ
করে আবার নিজ নিজ পদে নিযুক্ত করলাম। ১২ তখন গোটা যুদা শস্য, আঙুররস ও তেলের
দশমাংশ ভাণ্ডারে আনতে লাগল। ১৩ আমি শেলেমিয়া যাজক, সাদোক কর্মসচিব ও লেবীয়দের
মধ্যে পেদাইয়াকে ও তাদের সহকারী হিসাবে মাত্তানিয়ার পৌত্র জাক্কুরের সন্তান হানানকে
ভাণ্ডারগুলোর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করলাম, কেননা তারা বিশ্বস্ত লোক বলে গণ্য ছিল। তাদের
দায়িত্ব ছিল, তাদের ভাইদের প্রাপ্য অংশ বিতরণ করা।
১৪ পরমেশ্বর আমার, এবিষয়ে আমাকে স্মরণ কর; আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য ও
তার পরিচর্যার জন্য যে সাধুকাজ করেছি, তা মুছে দিয়ো না!
১৫ সেসময় আমি লক্ষ করলাম, যুদার মধ্যে কয়েকজন লোক সাব্বাৎ দিনে আঙুরফল মাড়াই
করছে, আটি এনে গাধার উপরে চাপাচ্ছে, আবার সাব্বাৎ দিনে আঙুররস, আঙুরফল, ডুমুরফল ও
নানা মালের বোঝা যেরুসালেমে আনছে; যে দিনটিতে তারা খাদ্য-সামগ্রী বিক্রি করছিল, সেই
দিনটির কারণে আমি আপত্তি তুললাম। ১৬ তুরসের কয়েকজন লোক নগরীতে বাস করছিল, তারা
মাছ ও সবধরনের বিক্রেয় মাল এনে সাব্বাৎ দিনেই যুদা-সন্তানদের কাছে ও যেরুসালেমে বিক্রি
করত। ১৭ তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের ভর্ৎসনা করে বললাম, 'সাব্বাৎ অপবিত্র করায়
তোমরা এ কেমন অন্যায় করছ? ১৮ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কি ঠিক তাই করত না? আর ঠিক
সেই কারণে আমাদের পরমেশ্বর কি আমাদের উপরে ও এই নগরীর উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল
ডেকে আনেননি? সাব্বাৎ অপবিত্র করায় তোমরা এখন ইস্রায়েলের উপরে ক্রোধ বাড়াচ্ছ!'
১৯ সাব্বাতের আগে যেরুসালেমের নগরদ্বারগুলোর উপরে ছায়া পড়তে না পড়তেই আমি কবাট
বন্ধ করতে আজ্ঞা দিলাম যেন সাব্বাৎ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বার খোলা না হয়। এবং
সাব্বাৎ দিনে যেন কোন বোঝা ভিতরে না আনা হয়, এজন্য আমি আমার কয়েকজন সহকারীকে
দ্বারে দ্বারে মোতায়েন রাখলাম। ২০ তাই ব্যবসায়ীরা ও সব ধরনের মালের বিক্রেতারা দু' একবার
যেরুসালেমের বাইরে রাত কাটাল। ২১ তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ তুলে বললাম,

'তোমরা কেন প্রাচীরের সামনে রাত কাটাও? তোমরা আবার তেমনটি করলে আমি তোমাদের
গ্রেপ্তার করাব।' সেদিন থেকে তারা সাব্বাৎ দিনে আর এল না। ২২ সাব্বাৎ পবিত্র রাখবার জন্য
আমি লেবীয়দের আজ্ঞা দিলাম, যেন তারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে ও দ্বারগুলো রক্ষা করতে
আসে। পরমেশ্বর আমার, এই বিষয়েও আমাকে স্মরণ কর, ও তোমার মহা কৃপা অনুসারে আমার
প্রতি করুণা দেখাও!

২৩ আবার সেসময় আমি লক্ষ করলাম, ইহুদীদের কেউ কেউ আস্‌দোদীয়া, আম্মোনীয়া ও
মোয়াবীয়া স্ত্রী নিয়েছে; ২৪ তাদের ছেলেদের অর্ধেক আস্‌দোদীয় ভাষায় কথা বলত, ইহুদীদের
ভাষায় কথা বলতে পারত না, কেবল এজাতির ওজাতির ভাষা জানত। ২৫ আমি তাদের ভর্ৎসনা
করলাম, অভিশাপও দিলাম, তাদের মধ্যে কারও কারও চুল টেনে ছিঁড়লাম, এবং পরমেশ্বরের
দিব্যি দিয়ে তাদের এই শপথ করালাম, 'তোমরা ওদের ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের মেয়েদের
বিবাহ দেবে না, ও তোমাদের ছেলেদের জন্য ও তোমাদের নিজেদের জন্য ওদের মেয়েদের নেবে
না। ২৬ ইস্রায়েল-রাজ সলোমন ঠিক এধরনের কাজ করে কি অপরাধ করেননি? বহু জাতির মধ্যে
তাঁর মত কোন রাজা ছিলেন না, তিনি তাঁর পরমেশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং পরমেশ্বর তাঁকে
গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন, এই সমস্ত কথা সত্য বটে, তাসত্ত্বেও বিজাতীয়া বধূরা
তাঁকে পাপ করিয়েছিল। ২৭ তাই এখন আমাদের কী একথা শুনতে হবে যে, তোমরাও এই মহা
অপকর্ম সাধন করছ? তোমরাও কি বিজাতীয় মেয়েদের বিবাহ করে আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি
অবিশ্বস্ত হচ্ছ?'

২৮ এলিয়াসিব মহাযাজকের সন্তান যেহোইয়াদার এক সন্তান হোরোনীয় সান্‌বাল্লাটের জামাই
ছিল; আমি আমার কাছ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলাম।

২৯ পরমেশ্বর আমার, তাদের কথা স্মরণ কর, কেননা তারা যাজকত্ব কলুষিত করেছে,
যাজকত্বের ও লেবীয়দের সঙ্গে সন্ধিও কলঙ্কিত করেছে।

৩০ এইভাবে আমি বিজাতীয় সমস্ত প্রথা থেকে তাদের পরিশুদ্ধ করলাম এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব
অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের পালনীয় কাজ স্থির করলাম; ৩১ নির্ধারিত সময়ে কাঠ-দানের
বিষয়ে ও সমস্ত অগ্রিমাংশের বিষয়েও উপযুক্ত নির্দেশ দিলাম।

পরমেশ্বর আমার, আমার মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর!